সমকাল

তারিখ ... 13 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

সহিংসতার আগুন

মাধ্যমিকের ১২০ প্রতিষ্ঠানে ক্ষতি দুই কোটি টাকা

■ বিশেষ প্রতিনিধি

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সহিংসতায় দুর্বৃত্তরা আগুনে পুড়িয়েছে সারাদেশের মাধ্যমিক স্তরের ১২০টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা। এসব প্রতিষ্ঠানে ২ কোটি ১৮ লাখ ৩৫ হাজার ৪২০ টাকার সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ হিসাব শুধু ভবন ও আসবাবপত্রের ক্ষতির। এর বাইরেও পুড়ে গেছে পাঠ্যবই, জরুরি নথিপত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হিসাব-নিকাশ, প্রশাসনিক কাগজ ও শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির নথিপত্র। সারাদেশের জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের দিয়ে সরেজমিন তদন্ত করিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) ক্ষতির এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করেছে। আজ সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ প্রতিবেদন দাখিল করবে মাউশি। পুড়ে যাওয়া সারাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

মাধ্যমিকের ১২০ প্রতিষ্ঠানে ক্ষতি

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

ক্ষতির পৃথক প্রতিবেদন তৈরি করছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর। এ তালিকা আজ চূড়ান্ত হওয়ার কথা রয়েছে।

মাউশির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে পুড়েছে দেশের ১৩ জেলার ৮৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ ছাড়া ১০ জেলার ২৬টি মাদ্রাসা ও ৯ জেলার ১১টি কলেজ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বছরের শুরুতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুড়ে যাওয়ায় ব্যাহত হচ্ছে প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠদান কার্যক্রম। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে জানান, দ্রুত সংস্কারের কাজ শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় পাঠদান শুরু করা হবে। যেসব স্কুলে একটি বা দুটি কক্ষ পুড়েছে, সেগুলোর ভালো কক্ষগুলোয় শিফট করে পাঠদান চলবে। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভবন দ্রুত পুনর্নির্মাণ করা হবে।

জানা গেছে, সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে কুমিল্লার বুড়িচংয়ে ফকিরবাজার স্কুল অ্যান্ড কলেজের। আগুনে পুড়ে এ প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির পরিমাণ সাত লাখ টাকা। এর পর দিনাজপুর জেলায় বীরগঞ্জে দলুয়া উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজের ৩ লাখ ৮ হাজার টাকার এবং ২ লাখ ৯১ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে নীলফামারী জেলার ডোমার সরকারি কলেজের। চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার এওচিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্ষতির পরিমাণ ২০ লাখ টাকার। এর পর ফেনী জেলায় দাগনভূঞার সুলতানা মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুলের ক্ষতি হয়েছে ১৫ লাখ টাকা এবং ১৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা ক্ষতি হয়েছে নীলফামারী জেলায় ডিমলার সাতজান উচ্চ বিদ্যালয়ের। ময়মনসিংহ জেলায় জামালপুরের গাড়াডোবা সিরাতুন্নবী আলিম মাদ্রাসা পুড়ে যাওয়ায় ক্ষতি হয়েছে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এর পর দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলার টংওয়া হাসনাবাগ ফাজিল মাদ্রাসার ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা এবং ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা ক্ষতি হয়েছে গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জে পুনতাইড় দাখিল মাদ্রাসার।

৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র ছিল এমন ২৫টির বেশি জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুড়িয়েছে দুর্বৃত্তরা।